৫০তম-৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসম্বলিত এবং
৫০তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের নির্ভুল সমাধান-

অ্যাসিওরেন্স
বিসিএস লিখিত
QUESTION BANK

৫০তম - ৩৫তম বিসিএস লিখিত প্রশ্ন

সম্পাদনায়

অ্যাসিওরেন্স সম্পাদনা পর্ষদ

নকল হইতে সাবধান

সার্বিক সহযোগিতায়

মেহবুব মোর্শেদ (লিটু)- *বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)*
কামরুল ইসলাম- *বিসিএস (প্রশাসন)*
মো: মুকুল হোসেন- *বিসিএস (শিক্ষা)*
মো: মনিরুজ্জামান খান- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
এ এইচ এম মঈনউদ্দিন- *বিসিএস (প্রশাসন)*
মাহফুজুর রহমান- *বিসিএস (পুলিশ)*
মো: মিজানুর রহমান- *বিসিএস (শিক্ষা)*
আরিফুল ইসলাম- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স

৩, নতুন পল্টন লাইন (দ্বিতীয় তলা), আজিমপুর, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭৫৭ ৪৬৫৯১৯, ০১৮৪২ ০১৩৮৯৯
web:http://assurancepublication.com
e-mail: assurance1996@gmail.com
facebook page: অ্যাসিওরেন্স পাবলিশেন্স- Assurance Publication
facebook group: Assurance BCS Open Discussion

সূচিপত্র

বিষয় : বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র; বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান (বিষয় কোড : ০০১)	১৭
☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান (বিষয় কোড : ০০২)	২৩
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১)	৪৩
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০২)	৪৪
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১)	৪৫
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০২)	৪৬
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১)	৪৮
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০২)	৪৯
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১)	৫০
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০২)	৫১
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১)	৫৩
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০২)	৫৪
☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষা (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৫৬
☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৫৮
☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৬০
☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৬১
☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৬৩
☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন (বিষয় কোড : ০০১ এবং ০০২)	৬৫

বিষয় : ইংরেজি পার্ট- A & B; বিষয় কোড : ০০৩

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	৬৭	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১০০
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	৮২	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১০৩
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	৮৫	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১০৬
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	৮৯	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১০৯
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	৯৩	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১১২
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	৯৬	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১১৫

বিষয় : বাংলাদেশ বিষয়াবলি; বিষয় কোড : ০০৫

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	১১৯	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৭
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৪	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৮
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৪	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৯
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৫	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৬০
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৫	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৬০
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৫৬	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৬১

বিষয় : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; বিষয় কোড : ০০৭

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	১৬৩	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৮
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৫	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৯
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৬	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯০
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৭	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯০
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৭	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯১
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৮৮	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	১৯২

বিষয় : গাণিতিক যুক্তি; বিষয় কোড : ০০৮

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	১৯৩	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১০
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২০৩	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১১
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২০৪	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১৩
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২০৬	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১৪
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২০৭	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১৫
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২০৮	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২১৭

বিষয় : মানসিক দক্ষতা; বিষয় কোড : ০০৯

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	২১৯	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৪২
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২২৮	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৪৪
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৩১	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৪৭
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৩৩	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৪৯
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৩৭	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৫৩
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৩৯	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৫৬

বিষয় : সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; বিষয় কোড : ০১০

☆	৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	২৫৯	☆	৪১তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৯
☆	৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৪	☆	৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৮১
☆	৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৫	☆	৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৮২
☆	৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৬	☆	৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৮৪
☆	৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৭	☆	৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৮৫
☆	৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৭৮	☆	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন	২৮৭

বিষয় : বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র (বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন)

৫০তম বিসিএস- ২০২৬

বাংলা (বিষয় কোড : ০০১)

['কারিগরি/পেশাগত' এবং 'সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত' উভয় ক্যাডারের জন্য]

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

*[**দ্রষ্টব্য :** প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

নম্বর

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ৫ × ৬ = ৩০

ক) ছয়টি 'খাঁটি বাংলা' উপসর্গযোগে ছয়টি শব্দ গঠনপূর্বক উপসর্গসমূহ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা লিখুন।

— ছয়টি 'খাঁটি বাংলা' উপসর্গযোগে শব্দ গঠন ও প্রযুক্ত অর্থ :

খাঁটি বাংলা উপসর্গ	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ	প্রযুক্ত অর্থ
১. অ	অ + কাজ	অকাজ	অনুচিত
২. অঘা	অঘা + রাম	অঘারাম	বোকা
৩. অজ	অজ + মূর্খ	অজমূর্খ	নিতান্ত (মন্দ)
৪. অনা	অনা + বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
৫. আ	আ + গাছা	আগাছা	বাজে/নিকৃষ্ট
৬. আব	আব + ছায়া	আবছায়া	অস্পষ্টতা

খ) নিচের শব্দগুলোতে কেন ই-কার অথবা ঈ-কার ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

জাপানি, কাঙালিনী, অপরাধী, উৎসাহী, প্রতিযোগী, চাচি

— প্রশ্নোক্ত শব্দগুলোতে ই-কার অথবা ঈ-কার ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা :

প্রশ্নোক্ত শব্দ	ই/ঈ-কার ব্যবহারের কারণ
জাপানি	বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি অনুযায়ী সকল অতৎসম (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশী) শব্দের বানানে ই-কার ব্যবহৃত হবে। 'জাপান' একটি বিদেশী শব্দ তাই শব্দটির বানান ই-কার (জাপানি) ব্যবহৃত হয়েছে।
কাঙালিনী	'কাঙাল' শব্দের শেষে সংস্কৃত স্ত্রী- প্রত্যয় 'ইনী' যুক্ত হওয়ায় 'কাঙালিনী' (কাঙাল + ইনী) শব্দটির বানানে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়েছে।
অপরাধী	'অপরাধ' শব্দের সাথে 'ইন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অপরাধী' শব্দটি গঠিত হয়েছে। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানানে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়।
প্রতিযোগী	'প্রতিযোগ' শব্দের সঙ্গে 'ইন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত (প্রতিযোগ + ইন = প্রতিযোগিন্ > প্রতিযোগী। 'প্রতিযোগী' শব্দটি 'ইন' প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দ হওয়ায় শব্দটির বানানে ঈ-কার ব্যবহৃত হয়েছে।
চাচি	'চাচি' শব্দটি অতৎসম শব্দ। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী সকল অতৎসম অর্থাৎ, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ব্যবহৃত হবে। তাই 'চাচি' শব্দের বানানে ই-কার ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) লক্ষ্য, লক্ষ এবং উপলক্ষ্য ব্যবহার করে নিচের শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করুন:

____ করে দেখলাম, ____ ____ টাকায় জীবনের ____ পূরণ হয় না। কেবল অর্থ উপার্জন জীবনের ____ তো নয়ই, ____ করাও ঠিক নয়।

— লক্ষ্য, লক্ষ এবং উপলক্ষ্য শব্দগুলো ব্যবহার করে নিচের শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করা হলো :

লক্ষ্য করে দেখলাম, **লক্ষ লক্ষ** টাকায় জীবনের **লক্ষ্য** পূরণ হয়না। কেবল অর্থ উপার্জন জীবনের **লক্ষ্য** তো নয়ই, **উপলক্ষ্য** করাও ঠিক নয়।

ঘ) বানানরীতি জানার প্রয়োজনীয়তা কী? বাক্যে কী, কি এবং না, নি ব্যবহারবিধি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

— **বানানরীতি জানার প্রয়োজনীয়তা :** কোনো ভাষার শুদ্ধতা, শৃঙ্খলা ও প্রমিত মান বজায় রেখে শুদ্ধ ভাষাচর্চা ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুদ্ধভাবে ভাষার প্রয়োগের জন্য বানানরীতি জানা অপরিহার্য। ভুল বানানে শব্দের অর্থ বদলে গিয়ে পুরো বাক্যের অর্থ

পাল্টে দিতে পারে। যেমন: 'কূল' শব্দের অর্থ- তীর, তট বা পাড়। কিন্তু 'কুল' শব্দটির অর্থ- বংশ, আভিজাত্য বা আবাস। এছাড়াও ভুল বানান বাক্যের অর্থের বিকৃতি ঘটাতে পারে এবং ভাষাগত বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। যেমন: তার বিশৃঙ্খল জীবন যাপন সবকিছু নাস করে দিয়েছে। এখানে সঠিক বানানের শব্দটি হওয়া উচিত 'নাশ'। যার অর্থ ধ্বংস। আর 'নাস' অর্থ 'নাক' (ঘ্রাণেন্দ্রিয়)। তাই লিখিত যোগাযোগের শুদ্ধতা বজায় রাখতে বানানরীতির জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

কী এবং কি এর ব্যবহারবিধি :

✓ **কি (ই-কার) :** যে সকল প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেওয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে 'কি' ব্যবহৃত হয়। যেমন- তুমি কি আজ খেলতে যাবে? (উত্তর : হ্যাঁ বা না)

✓ **কী (দীর্ঘ ঈ-কার) :** যে সকল প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেওয়া যায় না; বিস্তারিত বা বর্ণনামূলকভাবে উত্তর দিতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে 'কী' ব্যবহৃত হয়। যেমন- তুমি ঢাকায় যেতে সঙ্গে কী কী নিয়েছো? (উত্তর : বই, খাতা, কলম, পেন্সিলসহ আরো অনেক কিছু হতে পারে)

না এবং নি এর ব্যবহারবিধি : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী 'না'- বাচক 'না' এবং 'নি'-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন: করি না, কিন্তু করিনি। এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নাবালক, নারাজ, নাহক প্রভৃতি।

তবে অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন: না-গোনা পাখি, না- বলা বাণী, না- শোনা কথা প্রভৃতি।

ঙ) উপযুক্ত প্রবাদের সাহায্যে শূন্যস্থান পুরণ করুন:

i) প্রকৃত সৎ ব্যক্তিদের ____ হয় না।

— প্রকৃত সৎ ব্যক্তিদের **অভাবে স্বভাব নষ্ট** হয় না।

ii) মামলার ক্ষেত্রে দুজনেই সমান দোষী, কারণ ____।

— মামলার ক্ষেত্রে দুজনেই সমান দোষী, কারণ **এক হাতে তালি বাজে না**।

iii) ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করো না, জানোই তো ____।

— ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করো না, জানোই তো **একতায় উত্থান, বিভেদে পতন**।

iv) সেদিন সবার সামনে অপমান করলে, আজ বাসায় দাওয়াত দিচ্ছো, এ যে ____।

— সেদিন সবার সামনে অপমান করলে, আজ বাসায় দাওয়াত দিচ্ছো, এ যে **গরু মেরে জুতো দান**।

v) ওর মতো খারাপ মানুষকে সুপরামর্শ দেওয়া আর ____ একই কথা।

— ওর মতো খারাপ মানুষকে সুপরামর্শ দেওয়া আর **উলুবনে মুক্তা ছড়ানো** একই কথা।

vi) আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ ____।

— আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ **মুখে মধু অন্তরে বিষ**।

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন: ২০

প্রীতিহীন হৃদয় আর প্রত্যয়হীন কর্ম দুই-ই অসার্থক।

— *[দেখুন : ভাব-সম্প্রসারণ অংশে]*

৩. সারমর্ম লিখুন: ২০

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়–
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, এস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চির পরিহার–
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে

৪৩তম বিসিএস- ২০২২

বাংলা (বিষয় কোড : ০০১)

['কারিগরি/পেশাগত' এবং 'সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত' উভয় ক্যাডারের জন্য]

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা — পূর্ণমান : ১০০

*[**দ্রষ্টব্য :** প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]*

নম্বর

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন: ৬ × ৫ = ৩০

ক) বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের উপায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

খ) বাংলা বানানে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।

গ) বাক্য শুদ্ধ করুন:

i) করোনার প্রতিসেধক টীকা আবিষ্কার মানবজাতির জন্য স্বস্তিকর।
ii) পরবর্তীতে আপনার আবেদন বিবেচনা হবে।
iii) সাবিহার নিরবতা দেখিয়ে তিনি বিষণ্ন হলেন।
iv) তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করলেন।
v) ক্লাশের সকল ছাত্রছাত্রীগণ তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।
vi) আজকাল অনেকেই 'সত্ত্বা', 'অন্তঃসত্তা' ইত্যাদি বানান ভুল করে।

ঘ) নিম্নোক্ত প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন:

i) মাছের মার পুত্রশোক
ii) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
iii) নাই কাজ তো খই ভাজ
iv) অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
v) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
vi) সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে

ঙ) নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্যের রূপান্তর করুন:

i) তুমি মোটেও খারাপ নও। (অস্তিবাচক বাক্য)
ii) তিনি কাল আসবেনই। (নেতিবাচক বাক্য)
iii) রাইয়ান কি অতোটটা পিতৃভক্ত? (বিবৃতিমূলক বাক্য)
iv) গুণী ছেলেরা সারাদিন অনলাইনে থেকেও লেখাপড়া করে। (জটিল বাক্য)
v) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেব না। (যৌগিক বাক্য)
vi) তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য)

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন: ২০

ক) বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই।

অথবা,

খ) অভাব অল্প হলে দুঃখও অল্প হয়ে থাকে।

৩. ক) সারমর্ম লিখুন: ২০

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি 'আমার মুখ' দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

বিষয় : ইংরেজি পার্ট- (বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন)

50th BCS- 2026

General English (Compulsory)

Subject Code: 0 0 3

Time : 4 hours **Full Marks : 200**

Read the text below and answer the questions that follow:

On top of nuclear war, in the coming decades, humankind will face a new existential threat- ecological collapse, that was hardly registered on the political radars in 1960s. Humans are destabilizing the global biosphere on multiple fronts. We are taking more and more resources out of the environment while pumping back into its enormous quantities of waste and poison, thereby changing the composition of the soil, water and atmosphere.

We are hardly even aware of the myriad ways in which we disrupt the delicate ecological balance that has been shaped over millions of years. Consider, for instance, the use of phosphorus as a fertilizer. In small quantities, it is an essential nutrient for the growth of plants. But in excessive amounts it becomes toxic. Modern industrial farming is based on artificially fertilizing the fields with plenty of phosphorus, but the high-phosphorus run-off from the farms subsequently poisons rivers, lakes and oceans, with a devastating impact on marine life. A farmer growing corn in Iowa might thus inadvertently kill fish in the Gulf of Mexico.

As a result of such activities, habitats are degraded, animals and plants are becoming extinct, and entire ecosystems such as the Australian Great Barrier Reef and the Amazon rainforest might be destroyed. For thousands of years, homo sapiens behaved as an ecological serial killer; now it is morphing into an ecological mass murderer. If we continue with our present course, it will cause not just the annihilation of a large percentage of all life forms, but might also sap the foundations of human civilization. Most threatening of all is the prospect of climate change. During the Holocene period, Earth's climate has been relatively stable. Any deviation from Holocene standards will present human societies with enormous challenges they never encountered before. It will be like conducting an open-ended experiment on billions of human guinea pigs. Even if human civilization eventually adapts to the new conditions, who knows how many victims might perish in the process of adaptation.

This terrifying experiment has already been set in motion. Unlike nuclear war-which is a future potential-climate change is a present reality. There is a scientific consensus that human activities, in particular the emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, are causing the earth's climate to change at a frightening rate. Nobody knows exactly how much carbon dioxide we can continue to pump into the atmosphere without triggering an irreversible cataclysm. But our best scientific estimates indicate that unless we dramatically cut the emission of greenhouse gases in the next twenty years, average global temperature will increase by more than 2°C, resulting in expanding deserts, disappearing ice caps, rising oceans, and more frequent extreme weather events such as hurricanes and typhoons. These changes in turn will disrupt agricultural production, inundate cities, make much of the world uninhabitable, and send hundreds of millions of refugees in search of new homes.

❑ Important Word Meanings

[On top of– পাশাপাশি বা ছাড়াও, Existential– অস্তিত্ব সংক্রান্ত, Threat– হুমকি বা সংকট, Ecological– পরিবেশগত, Collapse– ধস বা বিপর্যয়, Register– নথিভুক্ত হওয়া বা প্রাধান্য পাওয়া, Political radar– রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, Biosphere– জীবমণ্ডল, Destabilize– অস্থিতিশীল করা, Multiple fronts– বহুমুখী দিক বা ক্ষেত্র, Resource– প্রাকৃতিক সম্পদ, Pumping back– পরিবেশের ভেতরে নির্গমন করা, Enormous– বিপুল বা প্রকাণ্ড, Quantity– পরিমাণ, Waste– বর্জ্য, Poison– বিষাক্ত পদার্থ, Composition– উপাদান বা গঠন, Atmosphere– বায়ুমণ্ডল, Myriad– অগণিত, Disrupt– ব্যাহত করা, Delicate– সূক্ষ্ম বা সংবেদনশীল, Ecological balance– পরিবেশগত ভারসাম্য, Fertilizer– সার, Essential– অপরিহার্য, Nutrient– পুষ্টি উপাদান, Excessive– অতিরিক্ত, Toxic– বিষাক্ত, Artificially– কৃত্রিমভাবে, Subsequently– পরবর্তীতে,

Prospect (negative)	সম্ভাবনা, আশা	Without cutting emissions, there is no good **prospect** of saving our planet.
Enormous (imperative)	বিপুল, প্রকাণ্ড, বিশাল	Realize the **enormous** threat of environmental collapse before it is too late.
Delicate (negative-interrogative)	সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম, ভঙ্গুর	Isn't the **delicate** balance of nature getting destroyed by human greed?
Inadvertently (complex)	অজান্তে, অনিচ্ছাকৃতভাবে	While farmers use chemical fertilizers to grow crops, they **inadvertently** poison local water bodies.
Annihilation (simple)	বিনাশ, বিলুপ্তি, ধ্বংসসাধন	Pollution is leading many rare animal species toward total **annihilation**.
Devastating (compound)	ধ্বংসাত্মক, চরম ক্ষতিকর	The recent cyclone was truly **devastating**, yet the local people showed great resilience.

3. Change the following words into parts of speech as indicated in brackets: 1 × 10 = 10

a) disrupt (adverb), b) toxic (noun), c) frightening (verb), d) resource (adjective), e) dramatically (noun), f) cataclysm (adjective), g) fertilizing (verb), h) sap (noun), i) degrade (adjective), j) terrifying (noun)

—

Given Word	শব্দার্থ	Parts of Speech	শব্দার্থ
Disrupt (adverb)	ব্যাহত, বিচ্ছিন্ন করা	disruptively	ক্ষতিকরভাবে, বিঘ্ন ঘটিয়ে
Toxic (noun)	বিষাক্ত, প্রাণঘাতী, ক্ষতিকর	toxicity	বিষাক্ততা, বিষক্রিয়া
Frightening (verb)	ভয়াবহ, ভীতিকর	frighten	ভয় দেখানো, আতঙ্কিত করা
Resource (adjective)	সম্পদ, উপায়, উৎস	resourceful	বিচক্ষণ, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন
Dramatically (noun)	নাটকীয়ভাবে, হঠাৎ করে	drama	নাটক, নাট্যশিল্প
Cataclysm (adjective)	মহাবিপর্যয়, আকস্মিক ধ্বংস	cataclysmic	প্রলয়ংকারী, মহাবিপর্যয়কর
Fertilizing (verb)	উর্বরকারী, রূপান্তরকারী	fertilize	উর্বর করা, সার দেওয়া
Sap (noun)	দুর্বল করা, শক্তি ক্ষয় করা	sap	উদ্ভিদের রস, অসার বস্তু
Degrade (adjective)	অবনত করা, কমানো	degraded	অবক্ষয়িত, বিনষ্ট
Terrifying (noun)	ভীতিকর, আতঙ্কজনক	terror	আতঙ্ক, ভীষণ ভয়

4. Give a synonym for each of the following words: 1 × 5 = 5

a) consensus, b) impact, c) thus, d) adaptation, e) disappear

—

Given Word	শব্দার্থ	Synonym
Consensus	সর্বসম্মত মতামত, ঐক্যমত	agreement, concord, unanimity
Impact	প্রভাব, পরিণতি, আঘাত	effect, consequence, influence
Thus	সুতরাং, অতএব, এভাবে	Therefore, Hence, Consequently
Adaptation	অভিযোজন, খাপ খাইয়ে নেওয়া	adjustment, acclimatization, accommodation
Disappear	অদৃশ্য হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া, মিলিয়ে যাওয়া	Vanish, Fade, Evaporate

5. Make sentences of your own with each of the following words and phrases. (Direct copying from the above text is not allowed and will result in negative scores): 1 × 5 = 5

a) run-off, b) morph into, c) open-ended experiment, d) set in, e) subsequently

—

Given Word	শব্দার্থ	Sentence
Run-off	গড়িয়ে পড়া, প্রবাহ	The chemical **run-off** from nearby farms poisoned the river water.
Morph into	রূপান্তরিত হওয়া, বদলে যাওয়া	Over time, the small environmental movement can **morph into** a global crusade.
Open-ended experiment	সীমাহীন পর্যবেক্ষণ, অনিশ্চিত নিরীক্ষা	Releasing unchecked industrial pollutants into nature is a dangerous **open-ended experiment**.

Set in	শুরু হওয়া, সূচনা	We must take immediate action before the effects of climate change fully **set in**.
Subsequently	পরবর্তীতে, তারপর	The company violated environmental laws and was **subsequently** fined by the government.

6. Give a suitable title for the above passage. Write a summary of it within 100 words. Add your comments within 50 words. 3 + 10 + 7 = 20

— **Title :** Human Activity and the Danger of Environmental Breakdown [মানব কর্মকাণ্ড এবং পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কা]

Summary : Human actions are rapidly leading the planet toward an environmental disaster that is now more dangerous than nuclear war. By overusing natural resources and dumping large amounts of waste, people are disrupting the Earth's natural balance. Harmful industrial practices, such as excessive use of chemical fertilizers, are polluting water, destroying habitats, and wiping out many species. The biggest and most urgent problem today is human-made climate change. Uncontrolled greenhouse gases will soon cause severe disasters like sea level rise, bad weather, unusable lands, and millions of displaced people.

Comments : This passage gives a clear warning about how badly humans treat nature. By showing environmental loss as a bigger threat than war, it strongly reminds us to take quick worldwide actions before the damage becomes permanent.

[**সারসংক্ষেপ :** মানুষের কর্মকাণ্ড দ্রুত পৃথিবীকে এমন এক পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যা এখন পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং প্রচুর বর্জ্য ফেলার কারণে মানুষ পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহারসহ ক্ষতিকর শিল্পকারখানার কার্যক্রম পানি দূষিত করছে, প্রাণীদের আবাসস্থল ধ্বংস করছে এবং অনেক প্রজাতিকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। বর্তমানে সবচেয়ে বড় ও জরুরি সমস্যা হলো মানুষের সৃষ্টি জলবায়ু পরিবর্তন। নিয়ন্ত্রণহীন গ্রিনহাউস গ্যাস শিগগিরই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈরী আবহাওয়া, বসবাস ও চাষের অনুপযোগী ভূমি সৃষ্টি এবং কোটি কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার মতো ভয়াবহ দুর্যোগ ডেকে আনবে।

মন্তব্য : এই অনুচ্ছেদটি মানুষ প্রকৃতির সাথে কতটা খারাপ আচরণ করছে, সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা দেয়। পরিবেশগত ক্ষতিকে যুদ্ধের চেয়েও বড় হুমকি হিসেবে দেখিয়ে, এটি আমাদের ক্ষতি স্থায়ী হয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জোরালোভাবে মনে করিয়ে দেয়।]

7. Write a feature for the op-ed of an English daily, expressing your view that averting human-caused ecological disasters requires an immediate and absolute commitment to restoring nature's balance. 20

— To
The Editor
The Daily Star
64–65, Kazi Nazrul Islam Avenue
Dhaka–1215.

Subject: Submission of a Feature Article for Publication on the Op-Ed Page.

Dear Sir,
I would like to submit the following feature article titled "Ecological Collapse: The Silent Apocalypse We Cannot Afford to Ignore" for your kind consideration and publication on the Op-Ed page of your esteemed daily. I believe the article will contribute to public awareness and informed discourse on the growing climate and biodiversity crisis.

I appreciate your kind consideration of this submission and look forward to your positive response.

Sincerely,
Md. Ariful Islam
03, New Paltron, Azimpur
Dhaka–1205.

Ecological Collapse: The Silent Apocalypse We Cannot Afford to Ignore

For much of the twentieth century, humanity's greatest existential fear was nuclear annihilation. Today, however, a quieter but equally profound threat is unfolding: ecological collapse. Unlike a hypothetical catastrophe, it is already visible in polluted rivers, disappearing forests, dying coral reefs, biodiversity

37th BCS- 2017

General English (Compulsory)

Subject Code: | 0 | 0 | 3 |

Time : 4 hours **Full Marks : 200**

Part- A

Read the following passage and answer questions Nos. 1—7 : —

Hides and skins are the raw material of the leather manufacturer or tanner. When man first used animal skins is not known. Skins, even when preserved by tanning, do not last as long as stone, pottery, metals and bones and our knowledge about the early use of skins in vague. However, the numerous flint scrappers and bone or ivory sewing needles in our museums show that tens of thousands of years ago, in the early Stone Age, skins were prepared and used long before textiles. Nowadays, hides and skins are essential raw materials and important articles of commerce.

Any animal skin can be made into leather, but the skin chiefly used come from cattle, sheep, goats, pigs and horses. To a lesser extent the skins from dogs, deer, reptiles, marine animals, fish and birds are also used. Snakes, lizards, seals, whales and sharks all contribute to the leather manufacture.

'Hide' is the trade word for the skins of the larger animals such as full grown cattle and horses; and 'skin' for the smaller animals and immature larger animals, such as ponies and calves. Some skins are made into leather after the hair or wool has been removed; but the skins of the fur-bearing animals and sometimes of sheep, lambs and ponies are processed, or 'dressed', with the hair or wool still in place.

Most cattle hides come from South America, the U.S.A and from Australia with smaller quantities from East and West Africa, Central America and the Sudan. Sheepskins come from Australia and New Zealand and the best goat skins come from India, Pakistan, Ethiopia, Saudi Arabia and Nigeria.

There is usually a long interval between the flaying, or stripping, of the skin from the animals and putting it into tannery for processing. If the flayed skins were left wet, they would go bad, just like meat; they must therefore be preserved in some way. The commonest method is salting. This involves sprinkling the skins with salt on their inner side; or immersing the skins completely in strong salt solution for some hours, after which they are drained and sprinkled with solid salt.

Another method is drying is to stretch the skins out on the grounds, or on frames and to dry them in the sun, or even better in the shade. Beetles and other insects eat skins and must be kept away by the use of some chemical such as D.D.T. The dried skins are called 'crust' leather and are sent in this farm to the tanneries for the very complicated process of tanning. After tanning, only the middle layer of the skin is left to provide leather as we know it. It is to the closely knit fiber structure of the middle layer that leather owes its virtues of flexibility, strength and elasticity, its resistance to rubbing and its unique power of allowing water vapour and air to pass through it while resisting penetration by liquid water itself.

❑ Important Word Meanings

Hides and skins– পশুর চামড়া, Raw material– কাঁচামাল, Leather manufacturer– চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী, Tanner– ট্যানারি/চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী, Preserved– সংরক্ষিত, Tanning– ট্যানিং/চামড়া সংরক্ষণের প্রক্রিয়া, Last– টিকে থাকা, Pottery– মাটির তৈরি জিনিস, Metals– ধাতু, Vague– অস্পষ্ট, Flint scrapers– পাথরের টুকরো, Ivory– হাতির দাঁত, Sewing needles– সেলাইয়ের সূচ, Textiles– কাপড়, Early Stone Age– প্রাচীন প্রস্তর যুগ, Prepared– প্রস্তুত করা, Long before– অনেক আগেই, Articles of commerce– বাণিজ্যিক পণ্য, Chiefly– প্রধানত, To a lesser extent– তুলনামূলকভাবে কম, Reptiles– সরীসৃপ (যেমন সাপ, টিকটিকি), Lizards– টিকটিকি, Hide– বড় পশুর চামড়া, Trade word– ব্যবসায়িক পরিভাষা, Full grown– পূর্ণবয়স্ক, Ponies– পোনি (ছোট ঘোড়া), Calves– বাছুর, Fur-bearing animals– পশমযুক্ত প্রাণী, Flaying/Stripping– চামড়া ছড়ানো, Interval– ব্যবধান/সময়ের ফাঁক, Flayed skins– ছড়ানো চামড়া, Sprinkling– ছিটানো, Inner side– ভেতরের দিক, Immersing– ডুবিয়ে রাখা, Drained– পানি ঝরানো, Stretch– টানটান করে বিছানো, Beetles– একধরনের পোকার নাম, Kept away– দূরে রাখা, Dried skins– শুকনো চামড়া, Crust leather– প্রাথমিকভাবে শুকনো চামড়া, Closely knit– আঁটসাঁটভাবে গঠিত, Fiber structure– তন্তুগঠন, Flexibility– নমনীয়তা, Elasticity– স্থিতিস্থাপকতা/টান সামলানোর ক্ষমতা, Resistance to rubbing– ঘর্ষণ সহ্য করার ক্ষমতা, Water vapour– পানির বাষ্প, Penetration– প্রবেশ, Liquid water– তরল পানি।

বিষয় : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন)

৫০তম বিসিএস- ২০২৬

বাংলাদেশ বিষয়াবলি; বিষয় কোড : ০০৫;

নির্ধারিত সময় : ৪ ঘণ্টা — পূর্ণমান : ২০০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ২০

উত্তর:

"ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশকে একটি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিণত করেছে। পরাশক্তি পরিবেষ্টিত, কৌশলগত সমুদ্রের কোলঘেঁষে থাকা এবং প্রাণবন্ত জনসংখ্যার শক্তিতে বলীয়ান বাংলাদেশ মূলত দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক কব্জা (Geopolitical Hinge)। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল যখন ক্ষমতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে, তখন বাংলাদেশের সিদ্ধান্তগুলোই এই অঞ্চলের ভারসাম্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।" –ইমরান ইমন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক; ডেইলি কান্ট্রি টুডে বাংলাদেশ (৩০ অক্টোবর, ২০২৫)।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে কৌশলগতভাবে অবস্থিত বাংলাদেশ যেন এক প্রাকৃতিক সংযোগ সেতু, যার একদিকে দক্ষিণ এশিয়া, অন্যদিকে উদীয়মান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি ও অনন্য জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) এই উপাদানগুলোর গতিশীল সম্মিলনে বাংলাদেশ আজ নিছক কোনো বদ্বীপীয় রাষ্ট্র নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর এশীয় ভূরাজনীতির অন্যতম প্রধান সন্ধিস্থল (Geopolitical Nexus)। তিন দিক থেকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত, দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এবং দক্ষিণে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে থাকা এই দেশটি আজ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল'-এর একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। এক সময়ের ভঙ্গুর অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের নেতিবাচক বৃত্ত ভেঙে বাংলাদেশ আজ বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এর ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ, সমুদ্র অর্থনীতি ও পরাশক্তিগুলোর কৌশলগত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক ও ভূঅর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিযোগিতাসমূহ অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক তাৎপর্য : দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে এবং বঙ্গোপসাগরের শীর্ষভাগে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব তার ভৌগোলিক অবস্থানকে অতিক্রম করে একটি বহুমাত্রিক কৌশলগত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ স্থলসীমান্ত, বঙ্গোপসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার, আঞ্চলিক বাণিজ্যপথের নিকটবর্তী অবস্থান এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত আগ্রহ সব মিলিয়ে বাংলাদেশ আজ আঞ্চলিক সংযোগ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং কৌশলগত ভারসাম্য (Strategic Balancing)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

১. কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান ও আঞ্চলিক সংযোগ

- ✓ **দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল :** বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে। ভারতের সঙ্গে প্রায় ৪,১৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থলসীমান্ত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সেতুবন্ধন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অবস্থান বাংলাদেশকে আঞ্চলিক বাণিজ্য, পরিবহন ও অর্থনৈতিক সংযোগ সম্প্রসারণের এক বিশেষ সুযোগ দিয়েছে।
- ✓ **ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিকল্প যোগাযোগপথ :** বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের একটি বিশেষ দিক হলো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা সেভেন সিস্টার্স-এর সঙ্গে এর ভৌগোলিক নৈকট্য। এই সাতটি রাজ্য ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে মাত্র ২০-৬০ কিলোমিটার প্রশস্ত সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরের মাধ্যমে, যাকে কৌশলগত ভঙ্গুরতার কারণে চিকেন নেক নামেও অভিহিত করা হয়। এই ভৌগোলিক দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারত-বাংলাদেশের বিদ্যমান চুক্তি এবং স্থল, নৌ ও রেল যোগাযোগের সম্প্রসারণ বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও বন্দরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট ও সংযোগ করিডোরে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
- ✓ **বন্দর ও সামুদ্রিক অবকাঠামোর কৌশলগত গুরুত্ব :** চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের পাশাপাশি নির্মাণাধীন মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের বন্দরভিত্তিক সংযোগব্যবস্থার সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করছে। গভীর সমুদ্রবন্দর, শিল্পাঞ্চল ও

আঞ্চলিক যোগাযোগব্যবস্থার সমন্বয় বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক একটি আঞ্চলিক লজিস্টিকস হাব হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। মাতারবাড়ি প্রকল্পে জাপানের দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা এই অবকাঠামোর কৌশলগত গুরুত্বকেই নির্দেশ করে।

চিত্র : বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক মানচিত্র

২. **বৃহৎ শক্তির কৌশলগত আগ্রহ ও ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা :** বাংলাদেশের অবস্থান শুধু আঞ্চলিক শক্তি ভারত ও চীনের জন্যই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছেও ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগর ও বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক অবস্থানের মূল্যও সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

✓ **চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) :** চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) বাংলাদেশের অবকাঠামো, শিল্প ও বিনিয়োগ সহযোগিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো তৈরি করেছে। ২০২৬ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরকালে চীনা কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে প্রায় ৯.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব দেয়।

✓ **ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি :** বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী প্রথম (Neighbourhood First) ও পূর্বমুখী তৎপরতা (Act East) নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, রেল, নৌপথ এবং বঙ্গোপসাগরীয় সামুদ্রিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে অপরিহার্য। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের চুক্তি এবং আখাউড়া-আগরতলা রেলসংযোগ এই আঞ্চলিক সংযোগের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে চীন ও ভারতের নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (নিট এফডিআই)

বছর (ক্যালেন্ডার ইয়ার)	চীন (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	ভারত (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০২২	১৬১.৯০	৭০.৯২
২০২৩	২৩০.২৫	১০০.১২
২০২৪	২০৮.২৩	১২৭.৩৯
২০২৫	৩২১.১৫	১৩৫.৮০*

[উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, FDI and External Debt Survey-২০২৫ (প্রকাশিত মে ২০২৬)।]

✓ **যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল :** বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত পরিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির অধীনে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক (Reciprocal Tariff) ১৯ শতাংশে নির্ধারিত হয়, পাশাপাশি বাজার-প্রবেশ, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা, শ্রম ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গীকারও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।